সংবাদ

তারিখ AUG 12 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

দলীয়করণ ও আধিপত্য বিস্তার

সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারের শেষ সময়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে। জোট সরকারের দলীয়করণ ও নিয়োগ-বাণিজ্য এবং সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ ঘটছে বলে জানা গেছে। লাগাতার শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ও উত্তেজনার কারণে শিক্ষা জীবনে অচলাবস্থা নেমে আসছে।

সূত্র মতে, গত সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষের কারণে বুয়েট, শেকৃবি ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘর্ষের কারণে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ক্যাম্পাসেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

ক্যাম্পাসে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক ও মৌলবাদী আখ্যায়িত করে ছাত্র শিবিরকে প্রতিহত করার ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল যৌথভাবে শিবির প্রতিহত করার ঘটনায় টানা ৩ দিন সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় সাংবাদিক, পুলিশসহ দুই শতাধিক আহত হয়। ঘটনার জের ধরে খুলনার ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর গত ১ আগস্ট ক্যাম্পাস খুললে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে চার শিবির কর্মী প্রহৃত হয়েছে। এনিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারী ও এক উপ-রেজিস্ট্রারের অপসারণের দাবিতে ছাত্ররা বহুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। দাবি আদায় না হওয়ায় ৩১ জুলাই ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ পুলিশ তলব করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে পাঁচজন আহত হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একই দাবিতে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার ও অপর দুটি কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ ছাড়া তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভরমিটরিরও ক্ষতি করে। একই দিনে বুয়েটে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে পরীক্ষা পেছানোর দাবিকে কেন্দ্র করে। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পেছাতে অসম্মতি জানালে এবং ৩০ জুলাই রাতে পুলিশ ছাত্রদের ওপর রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করলে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রছাত্রীরা

পড়ছে : পৃ: ২ ক: ৮

পড়ছে : ছড়িয়ে
(১২ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের কারণে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ৩১ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধসহ দফায়-দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধে এক শিক্ষকসহ কমপক্ষে ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এর আগে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে আরও পাঁচজন আহত হয়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দফায় দফায় সংঘর্ষের জের ধরে এখনও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে জামায়াত সমর্থক বিতর্কিত শিক্ষক বখতিয়ার রানার নিয়োগের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। এ নিয়ে মিছিল-সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত বখতিয়ার রানাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ছাত্র-শিক্ষকরা মানতে রাজি নন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ভিসি নিয়োগ ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত ভিসির অপসারণকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এনিয়ে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র মতে, দুই মাস ধরে শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলনের কারণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এরপর দেশের শ্রেষ্ঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংঘর্ষ ও উত্তেজনার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। এনিয়ে সাধারণ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে 'সংবাদ'কে বলেন, সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের অভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অচলা-বস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের দলীয়করণ ও সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বন্ধ না করতে পারলে এ অবস্থার অবসান সম্ভব নয়। একইভাবে শিক্ষকদের দাবি উপেক্ষা করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকারকে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রবীণ শিক্ষক নেত্রী হেনা দাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেসরকারি এবং সরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ করে অনেক শিক্ষককে ছাঁটাই করা হয়েছে। এতে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরাও সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অচলাবস্থা অবসানের জন্য তিনি জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান